সমকাল

06 NOV 2013

৪ ২

ঐচ্ছিক কওমি সনদ

সব পক্ষে গ্রহণযোগ্য সমাধান

দেশের কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্রীয় সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক না করার ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তের কথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন সময় ঘোষণা করলেন, যখন বিশেষায়িত এই শিক্ষাব্যবস্থা সংশ্লিষ্টরা স্পষ্টতই দ্বিধা-বিভক্ত। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম যে, বিদ্যমান একাধিক বেসরকারি কর্তৃপক্ষের বদলে কেন্দ্রীয়ভাবে 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠন ও অভিন্ন সনদ প্রদানে বর্তমান সরকার উদ্যোগী হওয়ার পর একটি পক্ষ যেমন স্বাগত জানিয়েছে, অপর আরেকটি পক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। বিরোধী পক্ষটি এই ইস্যুতে মহাসমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করলে সরকার আইনটি মন্ত্রিসভায় উত্থাপন স্থগিত রাখে। সোমবার ওলামা-মাশায়েখদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সনদটি ঐচ্ছিক করার যে ঘোষণা দিলেন, তাতে করে উদ্ভূত সংকটের সমাধান হবে বলে আমরা আশা করি। এর মধ্য দিয়ে পরস্পরবিরোধী দুই মতের কওমি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ তৈরি হলো। আমরা মনে করি, সব ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষাই যুগোপযোগী করা জরুরি। মূলত ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা ও অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণে যে বিপুল শিক্ষার্থী কওমিসহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণে প্রবেশ করে, তাদের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে আইনগতভাবে স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের সনদ প্রাথমিক পদক্ষেপ বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু যারা যে কারণেই হোক এই উদ্যোগের বিরোধিতা করছেন, তাদের বিরোধিতা উপেক্ষা না করে সনদটি ঐচ্ছিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে সরকার দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে। এখন সনদবিরোধী পক্ষের উচিত হবে সরকারের সদিচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে এই ইস্যুতে তাদের সব কর্মসূচি প্রত্যাহার করা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা সনদ পেতে চায়, তাদেরও তা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া। সরকারের ইতিবাচক অবস্থানের পরও যদি বিরোধী পক্ষ আহূত কর্মসূচিতে অটল থাকে, তাহলে এর নেপথ্যে রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্যই স্পষ্ট হবে। আমরা বিশ্বাস করি, রাজনৈতিক স্পর্শকাতর এই সময়ে সনদবিরোধীরা এমন ভুল করবেন না। বরং প্রধানমন্ত্রী আলোচ্য বৈঠকে কওমি মাদ্রাসার উন্নয়নে আলেম-ওলামা ও মাশায়েখদের কাছ থেকে গঠনমূলক সুপারিশের যে আহ্বান জানিয়েছেন, তাতে সাড়া দেবেন। সব পক্ষের সদিচ্ছা ও সহযোগিতাই পারে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাটিকে একুশ শতকের আলো দেখাতে।